

136774 - যবে ব্যক্তি পরীক্ষাতে নকল করছে এবং আল্লাহ তার দোষ গোপন রেখেছেন; তার উপর কি নজিরে দোষ প্রকাশ করা অনবিদ্য?

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তি পরীক্ষাতে নকল করছে এবং আল্লাহ তার দোষ গোপন রেখেছেন; তার উপর কি নজিরে দোষ প্রকাশ করা অনবিদ্য? প্রশ্ন হলো: কয়েক দিন আগে আমাদের একজন শিক্ষক এসেছেন। তিনি ক্লাস শেষ করার পর এবং আমরা তার কাছে পরীক্ষার উত্তরপত্র জমা দয়ার পর; যারা পরীক্ষাতে নকল করছে কথিবা কোন ছাত্রীকে নকল করতে সহযোগিতা করেছে তাদের জন্য বদদোয়া করা শুরু করলেন এভাবে: আল্লাহ যেন সে সব ছাত্রীর মুখশে উন্মোচন করে দেন, তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পথ বুদ্ধ করে দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারলেও আল্লাহ যেন তাদের সময়ে বরকত দান না করেন। এভাবে তিনি ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু আছে সেগুলো নিয়ে বদদোয়া করতে থাকলেন। তিনি আরও বললেন: কয়ামতের দিন তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না। ফাযলিতুশ শাইখ! ‘আমি নকল না-করা’ এটা কি আমার উপর এই শিক্ষকের প্রাপ্য অধিকার? উল্লেখ্য, আমি শেষে বরষে পড়ছি। ইতিপূর্বে আমি স্বচ্ছায় বিশেষতঃ এই সাবজেক্টে নকল করিনি। শুধু একবার এক ছাত্রীর কাছ থেকে উত্তরটি শুনছিলাম। যবে ছাত্রীর সাথে আমার ক্লাসে সহপাঠীর সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। তার কাছ থেকে আমি জবাবটি শুনলে লিখছিলাম। আমি জানি যে, নকল করা হারাম। এখন আমার উপর কি স্বীকার করা আবশ্যিক? যদি আল্লাহ আমাকে আচ্ছাদতি রাখেন; আমি কি নজিরে নজিরে মুখশে উন্মোচন করব? উল্লেখ্য, আমি আসলেই ভীতসন্ত্রস্ত। আমার চূড়ান্ত আশা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পরীক্ষাতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নকল করা হারাম। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তি জালিয়াত করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়” [সহিহ মুসলিম (১০১)]

যবে ব্যক্তি এমন কিছু করে ফেলেছে তার উপর আবশ্যিক আল্লাহর কাছে তাওবা করা। নজিকে উন্মোচন করা তার উপর আবশ্যকীয় নয়। বরঞ্চ আল্লাহর আচ্ছাদনে নজিকে আচ্ছাদতি রাখাই বাঞ্ছনীয়। সে নজিরে গুনাহর জন্য অনুতপ্ত হবে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এবং এমন গুনাহ পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প করবো। ইমাম মুসলিম সহি গ্রন্থে (২৫৯০) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আল্লাহ্ যা ব্যক্তির গুনাহ দুনিয়াতে ঢেকে রেখেছেন; তিনি তার গুনাহ কয়ামতের দনিও ঢেকে রাখবেন।”

এটি তাওবাকারীর জন্য সুসুবাদ যে, যার দোষ আল্লাহ্ দুনিয়াতে ঢেকে রেখেছেন আখিরাতওে তিনি তার দোষ ঢেকে রাখবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মটিকে আরও তাগদি করতে গিয়ে বলেন যা ইমাম আহমাদ মুসনাদ গ্রন্থে (২৩৯৬৮) আয়শা (রাঃ) থেকে সংকলন করছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তিনিটি বিষয়ে আমি হলফ করতে পারি। ইসলামে যার একটি হলেও শয়োর রয়েছে আল্লাহ্ তাকে ঐ ব্যক্তির মত বিবেচনা করবেন না ইসলামে যার কোন শয়োর নাই। ইসলামের শয়োর তিনিটি: নামায, রোযা ও যাকাত। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতে যে বান্দার অভাবকত্ব গ্রহণ করছেন; এমনটি হবে না যে, কয়ামতের দনি তিনি তাকে অন্য কারো অভাবকত্ব ছেড়ে দবিনে। যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে আল্লাহ্ তাকে তাদের সাথেই রাখবেন। আর চতুর্থটির উপর আমি যদি হলফ করি আশা করি আমি গুনাহগার হব না। সটেই হলো: যদি আল্লাহ্ দুনিয়াতে কোন বান্দার দোষ ঢেকে রাখেন তাহলে কয়ামতের দনিও তিনি তার দোষ ঢেকে রাখবেন।” [আলবানী ‘আস-সলিসলিতুস সাহিহা’ গ্রন্থে (১৩৮৭) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

বরঞ্চ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মতরুটি ঢেকে রাখার নরিদশে দয়িছেন। তিনি বলেন: “তোমরা এসব নোংরা কাজ থেকে বঁচো থাক; যগুলো থেকে আল্লাহ্ নযিধে করছেন। কটে যদি কোনটি করে ফলে তাহলে সে যেনে আল্লাহ্ আচ্ছাদন দয়ি নজিকে ঢেকে রাখে।” [সুনানে বাইহাক্বী, আলবানী ‘আস-সলিসলিতুস সাহিহা’ গ্রন্থে (৬৬৩) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রক্ষেপতি:

যে ব্যক্তি পরীক্ষাতে নকল করছে তার উচতি এর থেকে তাওবা করা, পুনরায় এটি না করা এবং নজিরে দোষ ঢেকে রাখা।

আর আপনি যদি আপনার সহপাঠনিকে জিজ্ঞাসে না করে থাকেন; বরঞ্চ তার কাছে জিজ্ঞাসে করা ছাড়া এমনতি শুনতে থাকেন তাহলে এটি নকল (জালিয়াতি) হিসেবে গণ্য হবে না। ইনশাআল্লাহ্, আপনি আপনার সহপাঠনিকে জিজ্ঞাসে করা বা ইশারা-ইঙ্গতি চাওয়া ব্যতীত তার কাছে শুনতে যা লখিছেন এর জন্য আপনার কোন গুনাহ হবে না।

নকলকারীর জন্য শিক্ষিকার বদদোয়া করা; যতোবে প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে; আমাদের কাছে মনে হচ্ছে: এতে সীমালঙ্ঘন ঘটছে। যেহেতু নকল করা (জালিয়াতি করা) এটি শিক্ষিকার অধিকার নয় এবং ব্যক্তি শিক্ষিকার সাথে এটি সম্পৃক্ত নয়।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বরঞ্চ এটি আল্লাহর অধিকার। এ কারণে শিক্ষিকা ক্ষমা করা বা না-করার সাথে এটি সম্পৃক্ত নয়। যদি শিক্ষিকা কেবল নকল কারিনির পরচিয় তার সামনে উন্মোচন করার দোয়ায় সীমাবদ্ধ থাকতেন তাহলে হয়তো এর কোন যুক্তকিতা থাকত। কিন্তু তিনি বিদদোয়া করতে গিয়ে উচতিরে চয়ে বশেী সীমালঙ্ঘন করছেন। সম্ভবতঃ তিনি ছাত্রীদরেকে ভয় দখোত চয়েছেন এবং নকল থকে নবিত করতে চয়েছেন।

আল্লাহ আমাদরেকে, সেই শিক্ষিকাকে ও সকল মুসলমিকে ক্ষমা করে দনি।

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।